FEB 12 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩ .....

সাড়ে ২৫ লাখ শিশু স্কুলে যায় না

যুগান্তর রিপোর্ট

দেশের সাড়ে ২৫ লাখ শিশু স্কুলে যায় না। যারা প্রাইমারি স্কুলে যায়, তাদের শতকরা ২১ দশমিক ৩ ভাগ হাই স্কুলে ওঠার আগেই ঝরে পড়ে। হাই স্কুল পর্যায়ে ছেলেরা এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে মেয়েরা বেশি ঝরে পড়ে। শিক্ষা জরিপ ১৯৯৯-এ এসব তথ্যের উল্লেখ করা হয়েছে। নতুন এ জরিপ অনুযায়ী, দেশের বর্তমান সাক্ষরতার হার হচ্ছে ৬৫ দশমিক শূন্য ৫ শতাংশ। গতকাল রোববার হোটেল সোনারগাঁও-এ সরকারের শিক্ষা তথ্য বিভাগের (ব্যানবেইজ) উদ্যোগে শিক্ষা জরিপ ১৯৯৯ সম্পর্কে আয়োজিত এক কর্মশালায় জরিপের ফলাফল তুলে ধরা হয়।

জরিপের তথ্য

শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে দিনব্যাপী এ কর্মশালার উদ্বোধন করেন। শিক্ষা সচিব ড. সাদাত হুসেইনের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সতীশ চন্দ্র রায় ও সচিব আবদুল মতিন খান উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ইউনেস্কোর পরিচালক ড. আনসার আলী খান, ইউএনডিপির ড. হেনা মুখার্জী, ব্যানবেইজ পরিচালক অধ্যাপক আবদুস সালাম, গোপাল চন্দ্র সেন, অধ্যাপক আবদুর রশীদ প্রমুখ। নতুন জরিপ অনুযায়ী, ৭ বছরের উর্ধ্বে সবচেয়ে বেশি শিক্ষার হার বরিশালে, শতকরা ৭৬ দশমিক শূন্য ৭ ভাগ। জেলার মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে বরিশাল বিভাগের বরগুনা জেলা, শিক্ষার হার হচ্ছে ৮৬ দশমিক ৫৫ শতাংশ। আর উপজেলার মধ্যে ঢাকার ডেমরা, তেজগাঁও, টাঙ্গাইলের মির্জাপুর ও গাইবান্ধার সদুল্লাপুর হচ্ছে শিক্ষায় অগ্রগণ্য। এখানকার শিক্ষার হার ৮৯ দশমিক ৯০ শতাংশ। অপরদিকে সবচেয়ে কম শিক্ষার হার হচ্ছে সিলেট বিভাগে, মাত্র ৫৫ শতাংশ। জেলার মধ্যে জামালপুরে শিক্ষার হার সবচেয়ে কম, মাত্র ৩৯ দশমিক ৫৫ শতাংশ। আর উপজেলার মধ্যে কিশোরগঞ্জের নিকলী উপজেলা, মাত্র ২৫ দশমিক ৮০ শতাংশ। শিক্ষা জরিপ ১৯৯৯ অনুযায়ী, দেশের ৬ থেকে ১০ বছরের শিশুদের মধ্যে নেট ভর্তির হার ৮৬ দশমিক ০৪ শতাংশ। সর্বোচ্চ ভর্তির হার ঝালকাঠির রাজাপুর উপজেলায়। এখানে ৯৮ দশমিক ৮০ শতাংশ শিশু স্কুলে যায়। খুলনা বিভাগে সর্বোচ্চ ৮৮ দশমিক ৯৮ শতাংশ শিশু স্কুলে যায়। সবচেয়ে এগিয়ে ঝালকাঠি জেলা, ৯৪ দশমিক শূন্য ৫ শতাংশ শিশু স্কুলে যায়। অপরদিকে ভর্তির ক্ষেত্রে সবচেয়ে পিছিয়ে সিলেট বিভাগ, হার হচ্ছে ৮১ দশমিক ৩২ শতাংশ। জেলার ক্ষেত্রে কক্সবাজার পিছিয়ে, ৬৫ দশমিক ৮০ শতাংশ এবং উপজেলার মধ্যে টেকনাফ ৪৪ দশমিক ৯০ শতাংশ। শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক বলেন, দেশের অর্থনৈতিক বিকাশে শিক্ষা হচ্ছে মূল চালিকাশক্তি। শিক্ষা ব্যবস্থাকে সামনে এগিয়ে নিতে প্রকৃত তথ্য থাকা দরকার। জরিপের মাধ্যমে প্রকৃত তথ্য বেরিয়ে এসেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ তথ্য সামনে রেখে শিক্ষা ব্যবস্থাকে যেকোন দিকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। তিনি বলেন, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে দেশে শিক্ষার মূল গতি শুরু হয়। ১৯৭১-এর স্বাধীনতার পর এতে নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর তা ব্যাহত হয়